২২শে শ্রাবণ, ১৪১৫
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৭তম প্রয়ান দিবসে
প্রতীতির নৈবেদ্য

আমি কোথায় পাবো তারে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র সঙ্গীতসৃস্টির প্রায় এক-দশমাংশ গান রচিত হয়েছে কখনো হিন্দুস্তানী রাগসংগীত, কখনো বাংলার লোকসঙ্গীত, কখনো বিভিন্ন প্রাদেশিক সঙ্গীত আবার কখনো বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের আলোকে। এই পর্যায়ের গানগুলি এক বিশেষ ধারায় চিহ্নিত - যাকে বলা হয় ভাঙা গান।

এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ গানে মূল আলোকের সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে যুক্ত হয়েছে অন্য এক মাত্রা। যদিও এসব গানের ভাব অন্য সঙ্গীত থেকে নেয়া - তথাপি এ গান শুনলে বোঝা যায় যে এ ধরনের সঙ্গীত সৃস্টিতেও তিনি ছিলেন কতটা মৌলিক। সঙ্গীতের এ এক আশ্চর্য রুপান্তর - যা কেবল স্বার্থকই নয় - শ্রুতিনন্দনও বটে।

প্রতীতির পরিবেশনার প্রথম অংশে থাকছে হিন্দুস্তানী রাগসংগীত, বাংলার লোকসঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আলোকে রবীন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি গান পরিবেশনা।

দ্বিতীয় পর্বে থাকছে সিরাজুস সালেকিন এর একক পরিবেশনা।

২রা আগষ্ট, শনিবার, ২০০৮
সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিট
সন্ধ্যা ৬:৩০ এর মধ্যে আসন গ্রহন করার জন্য অনুরোধ থাকলো।

সেন্ট আলবান চার্চ মিলনায়তন
3 Pembroke St, Epping N.S.W 2121

প্রবেশমূল্য: ১০ ও ৫ ডলার

যোগাযোগ:
সিরাজুস সালেকিন: ০৪২১ ০৪০ ৫৪০, ৯৮৩৭ ১০২৯

দ্রষ্টব্য: সুলভ মূল্যে রাতের খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আগামী ৮ই নভেম্বর, ২০০৮ এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী **রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার** একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।